

সূরা ৪৬ : আহকাফ, মাক্কী

৴৶ - سورة الأحقاف، مَكِّيَّة

(আয়াত ৩৫, রুকু ৪)

(آيَاتُهَا : ٣٥ رُكُوعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হা মীম ।	١. حم
২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ ।	٢. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ।	٣. مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ
৪। বল : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা	٤. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ

<p>পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর - যদি তোমরা সত্যবাদী হও।</p>	<p>قَبْلَ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>
<p>৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ঐগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়।</p>	<p>۵. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ</p>
<p>৬। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।</p>	<p>۶. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ</p>

কুরআন হল আল্লাহ হতে নাযিলকৃত এবং মহাবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআনুল কারীম স্বীয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তিনি এমনই সম্মানের অধিকারী যে, তা কখনও বাতিল কিংবা কম হওয়ার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর কোন কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশূন্য নয়।

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোনটাই তিনি অযথা ও বৃথা সৃষ্টি করেননি।

أَجَلٍ مُّسَمًّى এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবেনা এবং কমেও যাবেনা। وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ। এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য নিদর্শনাবলী হতে যে দুষ্টিমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় তারা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্ত্বরই জানতে পারবে।

কাফিরদের আচরণের জবাব

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ এই মুশরিকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর : তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক এবং যাদের ইবাদাত কর, তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো?

أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না কেন সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারও এক অণু পরিমাণ জিনিসেরও অধিকার নেই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি। তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক। সবকিছুরই উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তাঁকে ছাড়া অন্যদের ইবাদাত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শিরক করতে শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারেনা। মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি। তাই তিনি বলেন :

أُنْزِلَ فِي بَيْتِهِ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু আসলে এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল কাজ। সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শারীয়াত সম্মত দলীল পেশ করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে। এক কিরা‘আতে وَأَثَرَةٌ مِّنْ عِلْمٍ অথবা তোমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে কি অন্য কিছু

পেয়েছে? রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞান থাকলে তা পেশ কর।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : এমন কেহকেও উপস্থিত কর যে সঠিক ইল্মের বর্ণনা দিতে পারে। (তাবারী ২২/৯৪) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۚ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۚ

এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলোতো পাথর এবং জড় পদার্থ। এরা না শুনতে পায়, আর না দেখতে পায়।

কিয়ামাতের দিন যখন সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল মা'বুদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে এ জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) বলেছিলেন :

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের

আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ২৫)

<p>৭। যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন কাফিরেরা বলে : এটাতো সুস্পষ্ট যাদু।</p>	<p>۷. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ</p>
<p>৮। তারা কি তাহলে বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বল : যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি তাহলে তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবেনা। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>۸. اَمْ يَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰنَهٗ ۚ قُلْ اِنْ اَفْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِیْ مِنْ اِلٰهِ شَیْئًا ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِیْضُوْنَ فِیْهِ ۚ کَفٰی بِہٖ شَہِیْدًاۙ بِیْنِیْ وَبَیْنٰکُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ</p>
<p>৯। বল : আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।</p>	<p>۹. قُلْ مَا کُنْتُ بِدْعًا مِّنْ اَرْسُلٍ وَمَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ بِیْ وَلَا بِکُمْ ۚ اِنْ اَتَّبِعْ اِلَّا مَا یُوْحٰی اِلَیَّ وَمَا اَنَاێ اِلَّا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ</p>

কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে কাফিরদের দাবীর জবাব

মুশরিকদের হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন তারা বলে :

هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অপবাদ দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু যাদুকার বলেই ক্ষান্ত হয়না, বরং এ কথাও বলে :

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : তুমি তাদেরকে বল :

إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا আমি যদি নিজেই কুরআন রচনা করে থাকি এবং আমি আল্লাহ তা‘আলার সত্য নাবী না হই তাহলে অবশ্যই তিনি আমাকে আমার এ মিথ্যা বলার অপবাদের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তখন তোমরা কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে আমাকে তাঁর এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

قُلْ إِنِّي لَن يُخْرِجَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ

বল : আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় পাবনা। কেবল আল্লাহর বাণী পৌছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা জিন, ৭২ : ২২-২৩) অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তাকে রক্ষা করতে পারবে। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ৪৪-৪৭)

এরপর **هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ** কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছে, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। তিনি সবারই মধ্যে ফাইসালা করবেন।

এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যদি তোমরা তাঁর দিকে ফিরে আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাক তাহলে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সূরা ফুরকানে এ বিষয়েরই আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقَالُوا أَأَسْطِطِرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قُلْ أُنزِلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

এবং তারা বলে : এগুলিতো সেকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল : এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫-৬)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তুমি বল : আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই থেকেছেন। সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এত বিস্মিত হওয়ার কারণ কি? আমার এবং তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও আমি জানিনা।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটির পর নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় :

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ২) (তাবারী ২২/৯৯) অনুরূপভাবে ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান

(রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ** এ আয়াতটি দ্বারা **وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ** এ আয়াতটি রহিত হয়েছে। যখন **لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ** এ আয়াতটি (৪৮ : ২) অবতীর্ণ হয় তখন একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : এ আয়াত দ্বারাতো আল্লাহ তা‘আলা আপনার সাথে যা করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন? তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন :

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

এটা এ জন্য যে, তিনি মু‘মিন পুরুষ ও মু‘মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা ফাতহ, ৪৮ : ৫)

সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মু‘মিনরা বলেছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের জন্য কি আছে? তখন আল্লাহ তা‘আলা ... **لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** (৪৮ : ৫) এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৭/৫১৬)

খারিয়াহ ইব্ন যায়দ ইব্ন সাবিত (রহঃ) উম্মুল আলা আল আনসারী (রাঃ) হতে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন : লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন আনসারগণের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ)। আমাদের এখানেই তিনি রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা যখন তাকে কাফন পরিয়ে দিই এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে : হে আবু সাযিব (রাঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সম্মান দান করবেন! আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন : তুমি কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মান প্রদান করবেন? তখন আমি বললাম : আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানিনা। তিনি তখন বললেন : তাহলে জেনে রেখ যে, তার কাছে তার রবের পক্ষ হতে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর

শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও (আমার মৃত্যুর পর) আমার সাথে কি করা হবে তা আমি জানিনা। আমি তখন আল্লাহর শপথ করে বললাম : আজকের পরে আর কখনও আমি কেহকেও পবিত্র ও নিষ্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান করবনা। আর এতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) একটি প্রবাহিত বর্ণাধারার মালিক হয়েছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এটা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন : এটা তার আমল। (আহমাদ ৬/৪৩৬, ফাতহুল বারী ৭/৩১০) ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করলেও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেননি। এর অন্য একটি সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা যে, তার সাথে কি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৩/১৩৭)

মোট কথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরও অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারও নেই এবং কারও এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী। তবে ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাদেরকে শারীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ব্যক্তি (আশারায়ে মুবাশশারাহ) : আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ), যুবাইর (রাঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ), সা’দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), সা’দ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল যাররাহ (রাঃ)। ইব্ন সালাম (রাঃ), গুমাইসা (রাঃ)^১, বিলাল (রাঃ), সুরাকা (রাঃ), যাবিরের (রাঃ) পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রাঃ), বি’রে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ), জা’ফর (রাঃ), ইব্ন রাওয়াহাহ (রাঃ) এবং এদের মত আরও যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল : আমি আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

^১ তিনি উম্মে সুলাইম (রাঃ) নামেই বেশি পরিচিত। তিনি হলেন আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) মা।

১০। বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ যালিমদেরকে সৎ পথে চালিত করেননা।

۱۰. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

১১। মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে : এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে : এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা।

۱۱. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ

১২। এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়, যেন এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।

۱۲. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

<p>১৩। যারা বলে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা।</p>	<p>۱۳. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ</p>
<p>১৪। এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।</p>	<p>۱۴. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>

কুরআন হল আল্লাহর কালাম, এ বিষয়ে মু'মিন এবং কাফিরদের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي قُلُوبِكُمْ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنَّا جُنَّ قَانِئِينَ أَنِ ادْعَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ يُعْزِمَنَا فَنُحْكِمَ لَكُمْ بِهِ وَأَنْتُمْ لَكَفَّارُ الْإِثْمِ ۚ (সূরা আন'আম ৬: ১৩)

হে মুহাম্মাদ! তুমি এই মুশরিক ও কাফিরদেরকে বল : সত্যিই যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে এবং এর পরও যদি তোমরা এটিকে অস্বীকার করতেই থাক তাহলে তোমাদের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছ কি? যে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা এই কিতাবকে অস্বীকার করছ এবং মিথ্যা মনে করছ, অথচ এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে ঐ সব কিতাব যেগুলি ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববর্তী নাবীগণের উপর নাযিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর হাকীকাতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

মাসরূক (রহঃ) বলেন : ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সাক্ষী তার

নাবীর উপর এবং তার কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের নাবীর সাথে ও তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করছ। (তাবারী ২২/১০৩-১০৪)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেননা।

শব্দটি **جَنَس** এবং **اسْم** সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি মাক্কী এবং এটা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিম্নের আয়াতটিও এ আয়াতের অনুরূপ :

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَّا بِهِ ءِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে : আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৩) অন্য জায়গায় আছে :

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

বল : তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বলে : আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১০৭-১০৮)

সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনি নি যে, ভূ-পৃষ্ঠে চলাফিরাকারী কোন মানুষকে তিনি জান্নাতবাসী বলেছেন, একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) ছাড়া। তাঁর ব্যাপারেই ... **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ** উপরন্তু বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২২/১০৪, ফাতহুল বারী ৭/১৬০, মুসলিম ৪/১৯৩০, নাসাঈ ৫/৭০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ),

ইকরিমাহ (রহঃ), ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রহঃ), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (রহঃ), সুদী (রহঃ), সাওরী (রহঃ) মালিক ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকেই (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২২/১০৪-১০৫, কুরতুবী ১৬/১৮৮) ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ এই কাফিরেরা বলে : এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হত তাহলে আমাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং আল্লাহর গৃহীত বান্দাদের পরিবর্তে বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহাইব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ এবং গৃহের চাকর-চাকরানীসহ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অগ্রগামী হতনা। বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবুল করতাম।

মূর্তি পূজকদের এ কথা বলার কারণ এই যে, তারা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ খেয়াল রাখেন। এর মাধ্যমে তারা একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ آلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيِّنَاتٍ

এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে : এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৩) অর্থাৎ তারা বিস্মিত হয়েছে যে, কি করে এ দুর্বল লোকগুলি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا যদি এটা ভালই হত তাহলেতো তারাই অগ্রগামী হত। কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটা নিশ্চিত কথা যে, যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে অগ্রগামীই হয়। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রমাণিত না, ওটা বিদ'আত। কেননা যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকত তাহলে ঐ পবিত্র দলটি, যারা কোন কাজেই পিছনে থাকতেননা, তারা ওটাকে কখনও ছেড়ে দিতেননা।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিরেরা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয়

বলে তারা বলে : هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা কথন। এ কথা বলে তারা কুরআন এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভর্ৎসনা করে থাকে। এটাই ঐ অহংকার যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : অহংকার হল সত্যকে সরিয়ে ফেলা এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১/৯৩) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانَا عَرَبِيًّا وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرَ لِّلْمُحْسِنِينَ অনুগ্রহ স্বরূপ। ওটা হল তাওরাত। এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলির সমর্থক। এই কুরআন আরাবী ভাষায় অবতারিত। এর ভাষা অলংকার ও বাকচাতুর্যপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা যালিম ও কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মু‘মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর পরবর্তী আয়াতের তাফসীর সূরা হা-মীম আস সাজদাহয় (৪১ : ৩০) বর্ণিত হয়েছে।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসগুলির জন্য মোটেই দুঃখিত হবেনা।

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তারা ই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের ভাল কর্মের ফল।

১৫। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে : হে আমার

١٥. وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

<p>রাব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ত তিদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।</p>	<p>رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ</p>
<p>১৬। আমি এদের সৎ কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।</p>	<p>١٦. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصَّادِقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ</p>

মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহর উপদেশ

এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একাত্ববাদ, আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম করা হয়েছিল। এবার এখানে পিতা-মাতার হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরও বহু আয়াত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত

করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৩)
অন্যত্র তিনি বলেন :

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا ذِيكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। (সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪) এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত আছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ১৫)

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মা তাকে বলে : আল্লাহ তা'আলা মাতা-পিতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখ যে, আমি পানাহার করবনা যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহকে অমান্য করে কুফরী করবে। সা'দ (রাঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তার মা তাই করে অর্থাৎ পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত জোরপূর্বক তার মুখ হা করে খাদ্য ও পানীয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তখন ... وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম ৪/১৮৭৮, আবু দাউদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৯/৪৮, নাসাই ৬/৩৪৮) এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তায়ালেসীও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে। অর্থাৎ

সন্তান ধারণ করতে গিয়ে মা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। যেমন মূর্ছা যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, বমি হওয়া, শরীর ভারী হয়ে যাওয়া, শরীরের অবক্ষয় ইত্যাদি নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মুকাবিলা মাকেই করতে হয়।

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় হয় তখনও প্রসব বেদনা, খিঁচুনীসহ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করতে হয় ঐ মাকেই।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস - এই আয়াতসহ পরবর্তী দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আলী (রাঃ) প্রমাণ সাব্যস্ত করতেন যে, কোন মহিলার গর্ভ ধারণের সর্ব নিম্ন সময় হচ্ছে ছয় মাস।

وَفَصَّلُهُ فِي عَامَيْنِ

এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। (সূরা লুকামান, ৩১ : ১৪)

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ

এবং যদি কেহ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩৩) আলী (রাঃ) এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। তাঁর এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক। উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বা'যাহ ইব্ন আবদুল্লাহ আল জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের একটি লোক জুহনিয়াহ গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই মহিলাটি সন্তান প্রসব করে। তখন তার স্বামী উসমানের (রাঃ) নিকট তার ঐ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। উসমান (রাঃ) তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে আসতে উদ্যত হলে তার বোন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে : তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! আমার স্বামী ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনও মিলিত হইনি। আমার দ্বারা কখনও কোন দুষ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি ফাইসালা হচ্ছে তা তুমি সত্ত্বরই দেখে নিবে। মহিলাটি উসমানের (রাঃ) নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেন। এ খবর আলীর (রাঃ) কর্ণগোচর হলে তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন উসমানকে (রাঃ) প্রশ্ন করেন : আপনি এটা কি করতে যাচ্ছেন? জবাবে তিনি বলেন : এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম করার নির্দেশ দিয়েছি)। আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেন : আপনি কি কুরআন পড়েননি? উত্তরে তিনি বলেন : হ্যাঁ, অবশ্যই পড়েছি। আলী (রাঃ) তখন বলেন : তাহলে কুরআনুল হাকীমের ثَلَاثُونَ شَهْرًا وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ (তার গর্ভধারণ ও

দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশমাস) এ আয়াতটি এবং حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল পূর্ণ দুই বছর) এ আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হল ত্রিশ মাস। এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ গেলে বাকী থাকে ছয় মাস।

তাহলে কুরআনুল কারীম দ্বারা জানা গেল যে, গর্ভধারণের সময়কাল হল কমপক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়া যেতে পারে?

এ কথা শুনে উসমান (রাঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি। যাও, মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। মুআ'ম্মার (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের সাথে অন্য ডিমের যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশি ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলে : আল্লাহর শপথ! এটা যে আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার মুখমন্ডলে দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে। এটি ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৬/৯)

এ রিওয়াযাতিটি আমরা অন্য সনদে **فَأَنَّا أَوَّلَ الْعَابِدِينَ** (৪৩ : ৮১) এ আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ফারওয়াহ ইব্ন আবুল মাগরা (রহঃ) বলেছেন যে, আলী ইব্ন মুশীর (রহঃ) তাদেরকে, তিনি দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তাহলে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তাহলে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হল ত্রিশ মাস। (বাইহাকী ৭/৩৩২) তবে এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয় অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌঁছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান পূর্ণ হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌঁছে এবং সহিষ্ণুতা লাভ করে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় ঐ অবস্থাই থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু'আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলে :

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে নি'আমাত ও অনুগ্রহ আপনি দান করেছেন তার জন্য। আর যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ত তিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।

এতে মানুষকে তাগাদা দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের উচিত পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করা এবং নব উদ্যমে এমন কাজ করে যাওয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হল অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ

আমি তাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করি। তাদের অল্প আমলের বিনিময়েই আমি তাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।

১৭। আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে : আফসোস তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহর

۱۷. وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيهِ أَفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَأَمِنَ إِنَّ

<p>নিকট ফরিয়াদ করে বলে : দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে : এটাতো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।</p>	<p>وَعَدَ اللَّهُ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ</p>
<p>১৮। এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।</p>	<p>১৮. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ</p>
<p>১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবেনা।</p>	<p>১৯. وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ بِمَا عَمِلُوا وَلِيُوقَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ</p>
<p>২০। যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিগটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে : তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভোগ ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ</p>	<p>২০. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْكُمْ طَبِيبَتُكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ</p>

তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে
ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং
তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।

بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

কর্তব্যে অবহেলা করা সন্তানদের পরিণাম

পূর্বে ঐ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা তাদের মাতা-পিতার জন্য দু'আ করে এবং তাদের খিদমাত করে, আর সাথে সাথে তাদের পারলৌকিক মর্যাদা লাভ ও সেখানে তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের রবের প্রচুর নি'আমাত প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার ঐ হতভাগাদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের মাতা-পিতার অবাধ্য হয় এবং তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এ আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) পুত্র আবদুর রাহমানের (রাঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা খুবই দুর্বল উক্তি। কেননা আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকরতো (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এমন কি তাঁর যুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারকেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। যে কেহই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তারই ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইউসুফ ইব্ন মাহাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে মারওয়ান (ইব্ন হাকাম) হিজায়ের গভর্নর নিযুক্ত হন। মারওয়ান তার এক ভাষনে ইয়াযীদ ইব্ন মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেন এবং জনগণকে বলেন যে, তারা যেন ইয়াযীদের কাছে বাইয়াত করেন। তার এ কথার উত্তরে আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) কিছু বললেন। তখন মারওয়ান বললেন : তাকে থেফতার কর। কিন্তু তিনি তখন আয়িশার (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করায় তাকে কেহ থেফতার করতে পারলনা। মারওয়ান তখন বললেন : এ হল সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন :

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونِ

مِنْ قَبْلِي আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে : আফসোস

তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে।

তখন পর্দার আড়াল থেকে আয়িশা (রাঃ) উত্তরে বললেন : আমাদের পরিবারের কারও ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহ্ কোন আয়াত নাযিল করেননি, একমাত্র আমার সচ্চরিত্রতার ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াত ছাড়া। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৯) তিনি সূরা নূরের, (২৪ : ১১-১৮) আয়াতসমূহের কথা বুঝাতে চেয়েছেন।

অন্য এক বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, মুয়াবিয়া যখন তার ছেলের পক্ষে বাইয়াত করার জন্য প্রচার কাজ চালাচ্ছিলেন তখন মারওয়ান ঘোষণা করেন : এতো আবু বাকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ) যে পদ্ধতিতে খালীফা নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এ কথা শুনে আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাকর (রাঃ) বলেন : এটাতো করা হল হিরাক্লিয়াস ও সিজারের পদ্ধতির অনুসরণ। মারওয়ান তখন প্রতি উত্তরে বললেন : এ হল ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন : **وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ**

أَفْ لَكُمْ আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে : আফসোস তোমাদের জন্য।

এ কথা যখন আয়িশাকে (রাঃ) জানানো হল তখন তিনি বললেন : মারওয়ান মিথ্যুক। আল্লাহর শপথ! এ আয়াত তার (আবদুর রাহমানের) ব্যাপারে নাযিল হয়নি। আমি চাইলে যার ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তার নাম বলে দিতে পারি। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারওয়ানের পিতা হাকাম ইব্ন আবুল আসকে অভিশাপ দেন যখন পর্যন্ত মারওয়ান হাকামের ঔরষে (হাড্ডির মজ্জায়) ছিল। সুতরাং মারওয়ান হল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ অভিশাপেরই ফসল। (নাসাঈ ৬/৪৫৮) আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার মাতা-পিতাকে বলে :

أَتَعِدَّانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বতো লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, তাদের একজনকেওতো পুনর্জীবিত হতে দেখিনি? তাদের একজনওতো ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি?

وَيَلْكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ মাতা-

পিতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করে বলে : দুর্ভোগ তোমার জন্য! এখনও সময় আছে, তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু ঐ অহংকারী তখনও বলে : এটাতো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে, যারা তাদের পীরের সাথে সাথে নিজেদেরও ক্ষতি সাধন করেছে এবং পরিবার পরিজনকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে **أُولَٰئِكَ** রয়েছে, অথচ এর পূর্বে **الَّذِي** শব্দ আছে। অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য **عَام** বা সাধারণ। যে কেহ মাতা-পিতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামাতকে অস্বীকার করবে তারই জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এ কথাই বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাফির, দুরাচার, যারা তাদের মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করেনা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও অবিচার করা হবেনা।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, জাহান্নামের শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গেছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলি গেছে উপরের দিকে। (তাবারী ২২/১১৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে ধমক হিসাবে বলা হবে : তোমরা তোমাদের সাওয়াবের ফলতো দুনিয়ায়ই পেয়ে গেছ। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আমীরুল মু'মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই আয়াতটিকে সামনে রেখেই সুস্বাদু ও লোভনীয় খাদ্য খাওয়া হতে বিরত থেকেছিলেন। তিনি বলতেন

ঃ আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ধমক ও তিরস্কারের সুরে যেসব লোককে নিম্নের কথাগুলি বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব :

তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার
 حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي
 ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।

আবু মিয়ালিয (রহঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের দুনিয়ায় কৃত সাওয়াবের কাজগুলি কিয়ামাতের দিন দেখতে পাবেনা এবং তাদেরকে বলা হবে : তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন :

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
سُلْطَانٍ ۚ سُبُحَانَ الْحَقِّ ۚ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর
শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং
তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল তেমনই তারা ফল
পেলো। দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত
 করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে মগ্ন
থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে মহা লাঞ্ছনাজনক ও
অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের নিম্ন স্তরে পৌছে দেয়া
হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব হতে রক্ষা করুন!

২১। স্মরণ কর, 'আদ
সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা,
যার পূর্বে এবং পরেও
সতর্ককারী এসেছিল, সে তার
আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে
বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায়
সতর্ক করেছিল এই বলে :
আল্লাহ ব্যতীত কারও
ইবাদাত করনা। আমি
তোমাদের জন্য মহাদিনের
শান্তির আশংকা করছি।

٢١. وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ
قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ
النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

<p>২২। তারা বলেছিল : তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব দেবীগুলির পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ণ কর।</p>	<p>২২. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ</p>
<p>২৩। সে বলল : এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে; আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি শুধু তা'ই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।</p>	<p>২৩. قَالَ إِنَّمَا أَلْعَلُّمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ</p>
<p>২৪। অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল : ওটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হুদ বলল : এটাইতো ওটা যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক ঝড় - মর্মন্তদ শাস্তি বহনকারী।</p>	<p>২৪. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَّتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّمَطِّرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ</p>
<p>২৫। আল্লাহর নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই</p>	<p>২৫. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ</p>

রইলনা। এভাবে আমি
অপরাধী সম্প্রদায়কে
প্রতিফল দিয়ে থাকি।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

‘আদ জাতির ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন : **وَإِذْ كُرِّأَخَا عَادَ** হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের (আঃ) ঘটনাবলী স্মরণ কর যে, তাদের সম্প্রদায়ও তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এখানে ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হৃদকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা তাঁকে আ‘দে উলার (প্রথম আ‘দের) নিকট পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করত। **أَحْقَافُ** শব্দটি **حَقْفُ** শব্দের বহু বচন। ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) বলেন যে, **حَقْفُ** হল বালুর স্তূপ। (তাবারী ২২/১২৫) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা রয়েছে, যার নাম শিহার, সেখানেই এ লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল। (তাবারী ২২/১২৪)

ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, যখন কেহ দু‘আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ আমাদের প্রতি ও ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের প্রতি দয়া করুন। (আবু দাউদ ৩৯৮৪, ইব্ন মাজাহ ২/১২৬৬) শায়খ আল বানী (রহঃ) এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে আল বুসাইরী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল। অর্থাৎ আ‘দ জাতি যেখানে বসবাস করত সেখানে নাবীসহ বিভিন্ন সতর্ককারী পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের দা‘ওয়াতের ব্যাপারে কোন কর্ণপাত করেনি। অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

অতঃপর আমি করেছিলাম এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবর্তীদের

জন্য দৃষ্টান্ত। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৬৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ. إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

তরুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল : আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির; আদ ও হামুদ জাতির অনুরূপ। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিল : তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১৩-১৪)

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি। হুদ (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে এ কথা বলার পর তারা এর জবাবে বলেছিল :

أَجِئْنَا لِتَأْفِكِنَا عَنْ آلِهَتِنَا পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে তা আনয়ন কর। তারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে অসম্ভব মনে করত বলেই বাহাদুরী দেখিয়ে শাস্তি চেয়েছিল। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮)

হুদ (আঃ) তার কাওমের কথার উত্তরে বলেন : إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ এর জ্ঞানতো শুধু আল্লাহরই নিকট আছে। তিনি যদি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য মনে করেন তাহলে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। আমার দায়িত্বতো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার রবের রিসালাত তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি।

وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। তোমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা তোমরা বুঝতে চাওনা।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ অতঃপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসেই গেল। তারা লক্ষ্য করল যে, এক খণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার

দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির বছর। কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ দেখে তারা খুবই খুশি হল যে, মেঘ তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু আসলে মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল। তাতে ছিল ঐ শাস্তি যা তাদের বস্তীগুলোর ঐ সব জিনিসকে তচনচ করে দিয়েছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার ছিল। আল্লাহ ওকে এরই হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

مَا تَذُرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالْأَرْمِيرِ

এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪২) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

بِأَمْرِ رَبِّهَا تَذُرُّ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই রইলনা। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি, যারা আমার আদেশ এবং আমার রাসুলের দা‘ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনও এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর আলজিহ্বা দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু করত তখন তাঁর চেহারা চিত্তার চিহ্ন প্রকাশিত হত। একদিন আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মেঘ ও বাতাস দেখতে মানুষ খুশি হয় যে, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? উত্তরে তিনি বললেন : হে আয়িশা! ঐ মেঘের মধ্যে যে শাস্তি নেই এ ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিত হতে পারি? একটি সম্প্রদায়কে বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে বলেছিল : এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। (আহমাদ ৬/৬৬, ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ২/৬১৬)

আয়িশা (রাঃ) হতে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আকাশের কোন প্রান্তে মেঘ দেখতেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতেন, যদিও তিনি সালাতের মধ্যেও থাকতেন। আর ঐ সময় তিনি নিম্নের দু‘আটি পড়তেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ

হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার নিকট

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহামহিমাম্বিত আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত হতে দেখতেন তাহলে তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।

আয়িশা (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হত তখন তিনি বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আপনার নিকট এর অমঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্টতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন : যখন আকাশে মেঘ উঠত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রং পরিবর্তন হয়ে যেত। কখনও তিনি ঘর হতে বাইরে যেতেন এবং কখনও বাহির হতে ভিতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি বর্ষন শুরু হত তখন তাঁর এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ দূর হত। আয়িশা (রাঃ) এটা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন : হে আয়িশা! আমি এই ভয় করি যে, না জানি হয়তো এটা ঐ মেঘই হয় নাকি যে সম্পর্কে ‘আদ সম্প্রদায় বলেছিল :

هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ এটাতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। (মুসলিম ২/৬১৬) সূরা আ’রাফে (৭ : ৬৫-৭২) এবং সূরা হুদে (১১ : ৫০-৬০) ‘আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলার পূর্ণ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা এখানে আর পুনরাবৃত্তি করছি। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২৬। আমি তাদেরকে যে
প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম,
তোমাদেরকে তা দেইনি;

۲۶. وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن

<p>আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কান, চোখ ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কান, চোখ ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।</p>	<p>مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ</p>
<p>২৭। আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎ পথে।</p>	<p>٢٧. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ</p>
<p>২৮। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করলনা কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বুদগুলি তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই।</p>	<p>٢٨. فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا إِلٰهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۖ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ</p>

আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে লক্ষ্য করে বলেন : আমি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসাবে যে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমান তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا لَا يَسْتَهْزِئُونَ তাদেরও কান, চোখ ও হৃদয় ছিল। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করল এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়ল তখন তাদের এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে এলোনা। ঐ আযাব তাদের উপর এসে পড়ল যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। সুতরাং তোমাদের তাদের মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শাস্তি তোমাদের উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মূলোৎপাটন করে দেয়া হবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ আমিতো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করেছিলাম। হে মাক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের আশে-পাশে একটু চেয়ে দেখ যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। কিভাবে তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। আহকাফ যা ইয়ামানের পাশেই হাযরা মাউতের অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানের অধিবাসী 'আদ সম্প্রদায়ের পরিণামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণামের কথা একটু চিন্তা কর। ইয়ামানবাসী (সাবা) ও মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর। তোমরাতো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে (ফিলিস্তিনের গাজা এলাকা) প্রায়ই গমনাগমন করে থাক। লূতের (আঃ) সম্প্রদায় হতে (মৃত সাগর হতে) তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের পথেই রয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ আমি আমার নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেছি যাতে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। ইরশাদ হচ্ছে :

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ تَارَا আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'বুদ
রূপে গ্রহণ করেছিল, যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে
তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে
পড়ল এবং তারা তাদের ঐ মিথ্যা মা'বুদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব
করল তখন তারা তাদের কোন সাহায্য করল কি? কখনোইনা। বরং তাদের
প্রয়োজনে ও বিপদের সময় তাদের ঐসব বাতিল মা'বুদ অন্তর্হিত হল। তাদেরকে
খুঁজেও পাওয়া গেলনা। মোট কথা, তাদেরকে পূজনীয় হিসাবে গ্রহণ করে তারা
চরম ভুল করেছিল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই হয়।

২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার
প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম
একদল জিনকে, যারা কুরআন
পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার
নিকট উপস্থিত হল; তারা
একে অপরকে বলতে লাগল :
চুপ করে শ্রবণ কর। যখন
কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন
তারা তাদের সম্প্রদায়ের
নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী
রূপে।

۲۹. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ
الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ
فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ
مُنذِرِينَ

৩০। তারা বলেছিল : হে
আমাদের সম্প্রদায়! আমরা
এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি
যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার
পরে, এটা তার পূর্ববর্তী
কিতাবকে সমর্থন করে এবং
সত্য ও সরল পথের দিকে
পরিচালিত করে।

۳۰. قَالُوا يَلْقَوْنَا إِنْ سَمِعْنَا
كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

<p>৩১। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।</p>	<p>۳۱. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰجِبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖۤ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُّنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ</p>
<p>৩২। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।</p>	<p>۳۲. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءٌ اُوْتِيَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ</p>

জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনার ঘটনা

মুসনাদ আহমাদে যুবাইর (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ** তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। এটা নাখলা নামক স্থানের ঘটনা। নাখলাহ হল একটি উপত্যকা যা মাক্কা এবং তারিফের মাঝে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় ইশার সালাত আদায় করছিলেন।

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। (সূরা জিন, ৭২ : ১৯) সুফিয়ান (রাঃ) বলেন : এসব জিন তাঁর আশে-পাশে একত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে যায়। (আহমাদ ১/১৬৭)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম হাফিয আবু বাকর বাইহাকী (রহঃ) তার দালাইলুন নাবুওয়াত গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও জিনদেরকে শোনানোর উদ্দেশে কুরআন পাঠ করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি। তিনি স্বীয় সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

এদিকে প্রতি দিনের কার্যাবলীর অংশ হিসাবে জিনদের সাথীরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, তাদের ব্যাপারে কি ঘটেছে? তারা তখন বলল : চুরি করে আকাশবাসীর খবর আনার ব্যাপারে আমরা বাধাগ্রস্ত হয়েছি, আমরা যখনই কিছু শুনতে চেয়েছি তখনই বজ্রপাতের/উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে। তারা বলল : তোমরা যে লুকিয়ে আকাশবাসীর কথা শুনতে চেষ্টা করছিলে তা করতে তোমাদেরকে যে বাধা দেয়া হয়েছে এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ রয়েছে। নিশ্চয়ই আকাশে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড় এবং খবর নাও যে, আকাশ থেকে তোমাদের আঁড়ি পেতে শোনার ব্যাপারে বাধা দেয়ার কি কারণ ঘটেছে। অতএব তারা পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করার জন্য বের হয়ে গেল। তাদের একটি দল গেল তিহামাহ অঞ্চলে, যা মাদীনা থেকে ৭২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সেখানে তারা দেখতে পেল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকায বাজারের যাত্রাপথে নাখলাহ নামক স্থানে অবস্থান করছেন এবং সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফাজরের সালাত আদায় করছেন। জিনেরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে ওখানেই থেমে যায় এবং মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত শুনতে থাকে। তখন তারা নিজেরা বলাবলি করতে থাকে : আল্লাহর শপথ! এ কারণেই তোমরা আকাশ থেকে গোপনে কিছু শুনতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছ। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং বলল : হে আমাদের জাতি! আমরা এক অপূর্ব বাণী (কুরআন) শুনতে পেয়েছি যা সকলকে সত্যের পথে আহ্বান করে। সুতরাং আমরা ওতে ঈমান এনেছি এবং এখন থেকে আমাদের ইবাদাতে আমাদের রবের সাথে অন্য কেহকে শরীক করবনা। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন :

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

বল : আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। (সূরা জিন, ৭২ : ১) এভাবে তিনি যা নাযিল করেন তাই জিনের ভাষ্যে বলা হয়েছে। (আহমাদ ১/২৫২, দালায়িলুল নাবুওয়াহ ২/২২৫,

বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১, মুসলিম ১/৩৩১, তিরমিযী ৯/১৬৮, নাসাঈ ৬/৪৯৯)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলেন : নাখলায় অবস্থান কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরআন থেকে পাঠ করছিলেন তখন জিনেরা সেখানে অবতরণ করে। তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে তারা বলল : **أَنْصِتُوا** চুপ করে শ্রবণ কর। অর্থাৎ তোমরা চুপ করে তিলাওয়াত শোন। তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন এবং তাদের একজনের নাম ছিল জাভীআহ। তখন আল্লাহ সুবহানাহু নাযিল করেন :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল : চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল : হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (হাকিম ২/৪৫৬) এ বর্ণনা এবং ইতোপূর্বে ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেল যে, জিনেরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠ শুনছিল

সেই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অবহিত ছিলেননা। তখনতো তারা নিঃশব্দে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এরপর তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যায়। পরে তাদের একটির পর একটি দল এমনিভাবে দলে দলে জিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গমন করে। অতঃপর তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে : وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। অর্থাৎ এরপরে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যা শুনেছে সেই ব্যাপারে তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেয়। এ ধরনের আরও একটি আয়াত অন্যত্র পাওয়া যায় :

لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২২) মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ
স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল : চুপ করে শ্রবণ কর। এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার। ঐ জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে ফিরে যায়।

এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, জিনদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেহকেও রাসূল করা হয়নি। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, জিনদের মধ্যে রাসূল নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

وَيَمْسُوحُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহা করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০) ইবরাহীম খলীল (আঃ) সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৭) সুতরাং ইবরাহীমের (আঃ) পরে যত নাবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁরই বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু সূরা আন'আমের নিম্ন আয়াতে এই দুই শ্রেণী বা জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য।

يَسْمَعُ آيَاتِ الْإِنسِ وَالْأَنْعَامِ وَأَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ

হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি? (সূরা আন'আম, ৬ : ১৩০) সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি জাতির উপরই হতে পারে। আর তা হল মানব জাতি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি :

مَخْرُجُ مِثْلِ الْوُلُوِّ وَالْمَرْجَانِ

উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ২২) এখানে আয়াতের শাব্দিক অর্থে উভয়কে বুঝানো হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলি উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে সাবধান করে দিচ্ছে :

هَـ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ

সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার (আঃ) পরে। ঈসার (আঃ) কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ উপদেশ অন্তরকে নরমকারী বর্ণনাসমূহ ছিল। হারাম ও হালালের মাসআলাগুলি খুবই কম ছিল। সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতেই বিদ্যমান। এ জন্যই বিদ্বান জিনগুলি এরই কথা উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে ওরাকা ইব্ন নাউফেল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে জিবরাঈলের (আঃ) প্রথমবারে আগমনের অবস্থা শুনে তখন তিনি বলেছিলেন : ইনি হলেন আল্লাহ তা'আলার ঐ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি মূসার (আঃ) কাছে আসতেন। যদি আমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকতাম ...। (শেষ পর্যন্ত)। (ফাতহুল বারী ১/৩০)

অতঃপর **مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ** কুরআনুল হাকীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটি এর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআনুল কারীম দু'টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি হল বার্তা এবং অপরটি হল আদেশ। অতএব, এর বার্তা হল সত্য এবং আদেশ হল ন্যায় সঙ্গত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ। (সূরা আন'আম, ৬ : ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ : ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হল উপকার দানকারী ইল্ম এবং দীন হল সৎ আমল। জিনদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল।

তারা আরও বলেছিল : **يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ** ইহা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

জিনেরা আরও বলল : **يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ** হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও। এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানব ও মানব এই দুই দলের নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তিনি জিনদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। মহান আল্লাহ জিনদের কথা আরও উদ্ধৃত করেন :

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ (এরূপ করলে) তিনি (আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এখানে 'কিছু কিছু' শব্দটি গৌনক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তাহলে বলা যায় যে, এ রূপ ভাষা হ্যাঁ বোধক বিষয়ের জন্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যায় বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপের কিছু অংশ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

وَيُجْرِمُكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। বিচারের সময় তিনি তোমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিবেন। এর পর

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা বলল :

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ

أُولِيَاءُ কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

এই বক্তৃতার পছা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই জিনদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন আমরা পূর্বে এটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যার জন্য আমরা মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩৩। তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

৩৩. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ تُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে : এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে : আমাদের রবের শপথ! এটা সত্য। তখন

৩৪. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا

তাদেরকে বলা হবে : শাস্তি আস্বাদান কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।	الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
৩৫। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করনা। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা।	۳۵. فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلَّغُ ۚ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ.

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ

أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْيَ بِخَلْقِهِنَّ
যারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকারকারী এবং
কিয়ামাতের দিন দেহসহ পুনরুত্থানকে যারা অসম্ভব মনে করে তারা কি দেখেনা
যে, মহামহিমাম্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি
করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু ‘হও’ বলার সাথে সাথেই
সব হয়ে গেছে? তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে বিনয়ী হয়ে এবং অনুগত হয়ে।
তিনি কি মৃতকে জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।
যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭)

بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আল্লাহ তা‘আলা আকাশ ও পৃথিবী যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, প্রথমবারই হোক অথবা দ্বিতীয়বারই হোক। এ জন্যই তিনি এখানে বলেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর ওগুলির মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ ধর্মকের সূত্রে বলছেন যে, কিয়ামাতের দিন কান্দিদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তাদেরকে নিরন্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবেনা। তাদেরকে বলা হবে :

أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁর শাস্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করছ, নাকি এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছ? তখন তারা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাবেনা। তাই তারা উত্তরে বলবে :

هَٰٓأَيُّهَا، آمাদের রবের শপথ! সবই সত্য। যা বলা হয়েছিল তা
সবই সত্যি হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই।
তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ তাহলে এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন : **أُولُوا الْعِزْمَ مِنَ الرُّسُلِ** হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা না দেয় তাহলে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনই কারণ নেই। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্প্রদায় অবিশ্বাস করেছিল। ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছে : নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নাবীগণের (আঃ) বর্ণনায় তাঁদের নাম বিশিষ্টভাবে সূরা আহযাবে (৩৩ : ৭) ও

সূরা শূরায় (৪২ : ১৩) উল্লেখ আছে।

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ হে নাবী! এদেরকে অবশ্যই শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্য তাড়াহুড়া করনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَذَرْنِي وَالْكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهْلُمْ قَلِيلًا

ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। (সূরা মুযাম্মিল, ৭৩ : ১১) অন্য এক জায়গায় বলেন :

فَمَهْلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا

অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (সূরা তারিক, ৮৬ : ১৭) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। যেমন অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًاهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪৬) অন্যত্র রয়েছে :

وَيَوْمَ تَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ

আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৫) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন :

بَلَاغٌ এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা। এতে অতি পরিস্কার ভাষায় সাবধান বাণী বর্ণিত হয়েছে।

فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ আল্লাহ হতে বিমুখ সম্প্রদায় ব্যতীত

কেহকেও ধ্বংস করা হবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেহকেই ধ্বংস করেননা, যদি না সে নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

এটা মহামহিমাবিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি প্রদান করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা আহকাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।